যায়যায়দিন

তারিখ ... 10 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫ ....

বাংলাদেশ সফররত ডিউক অফ গ্লস্টারশায়ার প্রিন্স রিচার্ড আলেকজান্ডার ওয়াল্টার জর্জ গতকাল বৃটিশ কাউন্সিল রিসোর্সেস সেন্টার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে ঘুরে দেখেন। -যাযাদি

ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়াতে বৃটিশ কাউন্সিলে রিসোর্সেস সেন্টার

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

দেশের ইংরেজি শিক্ষকদের গুণগতমান উন্নয়ন ও তরুণ পেশাজীবীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকার বৃটিশ কাউন্সিলকে রিসোর্সেস সেন্টারে উন্নীত করা হয়েছে। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইংরেজি ভাষা আত্মউন্নয়নে সহায়ক শক্তি হতে পারে। তরুণ পেশাজীবীরা এ সেন্টারের ওপেন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ইংরেজি ভাষার ওপর দক্ষতা বাড়াতে পারবেন। আর শিক্ষকরা ভালোভাবে ইংরেজি ভাষাকে রপ্ত করে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা দিতে পারবেন।

গতকাল বৃটিশ কাউন্সিলের রিসোর্সেস সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রয়াল হাইনেস ডিউক অফ গ্লস্টারশায়ার এসব কথা বলেন। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদায়ী বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, বৃটিশ কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক পিটার এস্টনসহ বৃটিশ কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ডিউক অফ গ্লস্টারশায়ার বলেন, আমি অনেক দেশে গিয়েছি। কিন্তু বাংলাদেশের মতো এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ আর পাইনি। গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশিদের ইংরেজি শেখার ব্যাপারে আরো গুরুত্ব আরোপের ওপর জোর দেন তিনি। একই সঙ্গে বাংলাদেশ-বৃটেন সম্পর্ক বৃদ্ধির ওপরও জোর দেন।

পরে বৃটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। এখানে বাংলাদেশের পৃ ১৫ ক ৬

ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়াতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন।

এর আগে ডিউক অফ গ্লোস্টার, আনোয়ার চৌধুরী ও পিটার এস্টন বৃটিশ কাউন্সিল ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন।

উল্লেখ্য, ইংরেজি ভাষার ওপর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ১৯৫২ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৃটিশ কাউন্সিল রিসোর্সেস সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। সময়ের আবর্তে বাংলাদেশেও এটি গড়ে তোলা হলো। সাধারণ ইংরেজি শিক্ষা উপকরণ কমিয়ে এটিকে এখন উচ্চমান গবেষণা উপকরণে সাজানো হয়েছে। শিক্ষক ও তরুণ পেশাজীবীদের ইংরেজি শিক্ষা দিতে কম্পিউটার ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তাদের জন্য সপ্তাহের সাতদিনই এ সেন্টার খোলা থাকবে। গ্রাহকরা এখানে পাবেন বিভিন্ন দুর্লভ বই, অডিও-ভিডিও, ফিল্ম ও ম্যাগাজিন।